ণত্ব বিধি

বাংলা ভাষায় ণ এবং ন-এর উচ্চারণে কোনো ভেদ না থাকলেও লেখার সময় এদের মধ্যে পার্থক্য অনুসরণ করা হয়। অবশ্য খাঁটি বাংলা শব্দের বানান রীতিতে ণ ও ন-এর ব্যবহারে ঔদাসীন্য দেখা গেলেও তৎসম শব্দের বানানে এদের সম্বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করতেই হয়। বাংলা শব্দভাণ্ডার জুড়ে তৎসম শব্দ গৃহীত হওয়ায় ণ ও ন-প্রয়োগের রীতি সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত থাকতে হবে। যে রীতিতে ণ ও ন-এর প্রয়োগ কোথায় কোথায় হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তাকে ণ-ত্ব বিধান বলে।

① ঋ, র, ষ - এর পরবর্তী 'ন' এর বদলে ণ-এ পরিণত হয়। যেমন:- ঋণ, কণ্ঠ, উষ্ণ, ঘ্রাণ, তৃণ, বর্ণ ইত্যাদি।

② ঋ, র, ষ - এর পর যদি স্বরবর্ণ, ক - বর্গ, প - বর্গ, য, ব, হ অথবা অনুস্বার থাকে, তাহলে 'ন' এর বদলে ণ ব্যবহৃত হয়। যেমন:- কিরণ, দর্পণ, পাষাণ, ব্রাহ্মণ, গৃহিণী, শৃঙ্গণ, লক্ষ্মণ, প্রমাণ, শ্রবণ, ইত্যাদি।

③ প্র, পরি, নির্ - এই তিনটি উপসর্গের পর নম্, নী, নদ্, অন, নশ্, ধাতুর 'ণ' ন হয় হয়। যেমন - প্রণব, প্রণাম, প্রণয়, পরিণয়, নির্ণয়, পরিণত, প্রণয়ন প্রণীত প্রাণ প্রভৃতি। [নশ্, ধাতুর শ, ষ হলে ন, ণ হয়না। যথা - প্রনষ্ট ইত্যাদি]

④ পদান্তে 'ন' 'ণ' হয়না। যেমন - শ্রীমান, ব্রহ্মন, ধীমান প্রভৃতি।

⑤ একপদে ঋ, র, ষ, ক্ষ, এবং অন্যপদে 'ন' থাকলে পরিবর্তিত 'ন' 'ণ' হয়না।

যেমন:- শ্রীমান, ত্রিনয়নী, চারনারী, দুর্নাম, সর্বনাম, ত্রিভুবন, নরনারায়ণ, ইত্যাদি।

6) ঔষধিবাচক ও বৃক্ষবাচক শব্দের পরবর্তী বন শব্দের 'ন' বিকল্পে 'ণ' হয়। যথা – শিরীষবন = শিরীষবণ, আম্রবন = আম্রবণ, ব্রীহিবন = ব্রীহিবণ প্রভৃতি।

7) প্র, পরা, পূর্ব ও অপর এর পরবর্তী অহ্ন শব্দের 'ন' 'ণ' হয়। যথা:- প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ। কিন্তু সর্বাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রভৃতি, শব্দে 'ন' ই থাকবে।

8) পর, পার, পূর্ব ও অপর এর পরবর্তী অহ্ন শব্দের 'ন' 'ণ' হয়। যথা:- প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ। কিন্তু সর্বাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রভৃতি শব্দে 'ন' 'ণ' হয়।

যথা:- প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ। ~~[illegible]~~ পরায়ণ, পারায়ণ, উত্তরায়ণ, চন্দ্রায়ণ, নারায়ণ, প্রভৃতি।

9) নাম বোঝালে 'ন' স্থানে 'ণ' হবে। যথা – শূর্পণখা, অগ্রহায়ণ, প্রভৃতি।

10) গিরিনদী প্রভৃতির 'ন' 'ণ'-এ পরিণত হয় – যথা:- গিরিনদী, গিরিণদী, স্বর্নদী, স্বর্ণদী ইত্যাদি।

11) অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরবর্তী 'নী', আত্মনেপদী শব্দের 'নী' 'ণী' হবে। যথা – অগ্রণী, গ্রামণী।

12) ট, ঠ, ড, ঢ এর পূর্ববর্তী 'ন' সর্বদা 'ণ' হয় – যথা কণ্টক, লুণ্ঠন, মুণ্ডন, কাণ্ড, দণ্ড ইত্যাদি।

13) ত, থ, দ, ধ – এর সঙ্গে সংযুক্ত 'ন' এর কোন পরিবর্তন হয় না। যথা – দন্ত, গ্রন্থ, অন্ধ, অন্ত, চন্দন, ক্রন্দন, ইত্যাদি।

ণত্ব বিধি

বাংলা ভাষায় ণ এবং ন-এর উচ্চারণে কোনো ভেদ না থাকলেও লেখার সময় এদের মধ্যে পার্থক্য অনুসরণ করা হয়। অবশ্য খাঁটি বাংলা শব্দের বানান রীতিতে ণ ও ন-এর ব্যবহারে ঔদাসীন্য দেখা গেলেও তৎসম শব্দের বানানে এদের সম্বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট বিধি অনুসরণ করতেই হয়। বাংলা শব্দভাণ্ডার জুড়ে তৎসম শব্দ থাকায় ণ ও ন-প্রয়োগের বিধি সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত থাকতে হবে। যে বিধিতে ণ ও ন-এর প্রয়োগ কোথায় কোথায় হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তাকে ণ-ত্ব বিধান বলে।

① ঋ, র, ষ - এর পরবর্তী 'ন' এর বদলে ণ-এ পরিণত হয়। যেমন:- পূর্ণ, কণ্ঠ, উষ্ণ, ঋণ, তৃণ, বর্ণ ইত্যাদি।

② ঋ, র, ষ- এর পর যদি স্বরবর্ণ, ক - বর্গ, প - বর্গ য, ব, হ অথবা অনুস্বার থাকে, তাহলে, 'ন' এর স্থলে ণ ব্যবহৃত হয়। যেমন:- কিরণ, দর্পণ, পাষাণ, ব্রাহ্মণ, গৃহিণী, বৃংহণ, লক্ষ্মণ, শ্রমণ, শ্রবণ, ইত্যাদি।

③ প্র, পরি, নির্ - এই তিনটি উপসর্গের পর নু- নম্, নী, নদ্, অন, নয়, ধাতুর 'ন' ণ হয়। যেমন - প্রণব, প্রণাম, প্রণয়, পরিণয়, নির্ণয়, পরিণত, প্রণয়ন প্রণীত প্রাণ প্রভৃতি। [নশ, ধাতুর শ, ষ হলে ন, ণ হয় না। যথা - প্রনষ্ট ইত্যাদি]

④ পদান্তে 'ন' 'ণ' হয় না। যেমন - শ্রীমান, ব্রহ্মন, ধীমান প্রভৃতি।

⑤ একপদে ঋ, র, বা, ষ, এবং অন্যপদে 'ন' থাকলে পরিবর্তনে 'ন' 'ণ' হয় না।

যেমন:- শূর্পণখা, ত্রিনয়নী, চাণক্য, রুক্মিণী, বরাহুগমন, বিষয়ণ, নারায়ণ, ইত্যাদি।

৬) ওষধিবাচক ও বৃক্ষবাচক শব্দের পরবর্তী বন শব্দের 'ন' বিকল্পে 'ণ' হয়। যথা — শিরীষবন = শিরীষবণ, আম্রবন = আম্রবণ, ব্রীহিবন = ব্রীহিবণ প্রভৃতি।

৭) প্র, পরা, পূর্ব ও অপর এই চারটির পরবর্তী অহ্ন শব্দের 'ন' 'ণ' হয়। যথা:- প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ। কিন্তু সর্বাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রভৃতি, শব্দে 'ন' ই থাকবে।

৮) পর, পার, পূর্ব ও অপর এই চারটির পরবর্তী অহ্ন শব্দের 'ন' 'ণ' হয়। যথা:- প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ। কিন্তু সর্বাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রভৃতি শব্দে 'ন' 'ণ' হয়।
যথা:- প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ। ~~কিন্তু~~ পরায়ণ, পারায়ণ, উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ, প্রভৃতি।

৯) নাম বোঝালে 'ন' স্থানে 'ণ' হবে। যথা — শূর্পণখা, অগ্রহায়ণ, প্রভৃতি।

10) গিরিনদী প্রভৃতির 'ন' 'ণ'-এ পরিণত হয় — যথা:- গিরিনদী, গিরিণদী, স্বনদী, স্বণদী ইত্যাদি।

11) অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরবর্তী 'নী', প্রত্যয়যুক্ত শব্দের 'নী' 'ণী' হবে। যথা — অগ্রণী, গ্রামণী।

12) ট, ঠ, ড, ঢ, এর পূর্ববর্তী 'ন' সর্বদা 'ণ' হয় — যথা কণ্টক, বণ্টন, লুণ্ঠন, কাণ্ড, দণ্ড ইত্যাদি।

13) ত, থ, দ, ধ - এর সঙ্গে সংযুক্ত 'ন' এর কখনো পরিবর্তন হয় না। যথা — দন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দ, অন্ধ, চন্দন, স্পন্দন, ইত্যাদি।

(ঘ) নির- পূর্বক সহ ধাতুর স, ষ, হয়। যেমন:- দুর্বিষহ, কিন্তু দুঃসহ।

(ঙ) সু, বি, নির উপসর্গের পরবর্তী স, ষ, হয়। যেমন:- বিষম, সুষম, সুষুপ্ত প্রভৃতি।

(চ) ই- কারান্ত ও উ- কারান্ত উপসর্গের পরবর্তী স্থা, সিচ, সিধ, সঞ্জ, সাদ, সিব প্রভৃতি, ধাতুর স, ষ, হয়। যেমন:- অনুষ্ঠান, অভিষেক, নিষেধ, আনুষঙ্গিক, বিষাদ, নিষ্ঠা, প্রভৃতি।

(ছ) সমাসের প্রথম পদের — ই, উ, ঋ, ও শেষে থাকলে, পরবর্তী পদের, প্রথম স, ষ, হয়। যেমন:- যুধিষ্ঠির, সুষ্ঠি, সুষেন, গোষ্ঠি, হরিষেন।

(জ) ত- কারাদি কৃত প্রত্যয় যুক্ত হইলে কতকগুলি শ- কারান্ত ধাতুর শ, ষ, হয়। ক্লিশ + ত = ক্লিষ্ট দৃশ + ত = দৃষ্ট অনুরূপ — শ্রেষ্ঠা বিশিষ্ট, হৃষ্ট, দুষ্ট প্রভৃতি,

(ঝ) ট ও ঠ- এর পূর্ববর্তী স, ষ, হয়। যেমন — কষ্ট, নিষ্ঠ, নির ওষ্ঠ, প্রভৃতি।

স্বাভাবিক — ষত্ব

আষাঢ়, আভাষ, ওষ্ঠ, ঔষধ, ঈষত, তুষার, কোষ, কৃষি নিকষ, ঘর্ষণ, কাষায়, কষায়, ষণ্ড, পুরুষ, পৃষ্ঠ, পোষ প্রদোষ, ভূষণ, দোষ, পাষাণ, ভীষণ, ভাষণ, ঊষর, ভূ ভাষা, বৈষম্য, বিষাদ, বর্ষ, বিশেষ, ধর্ষণ, ষাণ্ড, কৃষি শোষণ, মেষপ্রায়, দোষ, দ্বেষ, বাষ্প, বর্ষা, সাষ্ট, হর্ষ, প্রভৃতি।

(14) নিম্নে এমন কতকগুলি শব্দের তালিকা দেওয়া আছে, যেগুলির 'ণ' কোন অবস্থাতেই পরিবর্তিত হয়না। তাই এগুলি স্বাভাবিক ণ-ত্ব। যথা—

কণ, কণিকা, কণা, কল্যাণ, অণু, আপণ, উৎকুণ, কাণ, কঙ্কণ, কোণ, নিকণ, কফোণি, চিক্কণ, ফণিকা, গৌণ, গণ, গুণ, ঘুণ, তূণ, পণ, পণ্য, পিণাক, পাণি, ফণা, মণি, বিপণি, ভণিত, বীণা, বেণু, বাণী, বাণ, মণি, মাণিক্য, নিক্কণ, গণিকা, লাবণ্য, শোণিত, শাণ, শোণ, শাণ, স্থাণু, নিপুণ, বাণিজ্য, প্রভৃতি।

(15) বাংলা শব্দভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের বানানে ণ-ত্ব বিধানের কোন নির্দিষ্ট নিয়মাবলী সাধারণত প্রয়োগ করা হয়না। যেমন:- ইরান, কোরান, সোনা, কেরানী, রানী, ট্রেন, বানান, কান, প্রভৃতি।

Date :- 21/10/2019

ষত্ব বিধান

ক) ঋ-কারের পর সর্বত্র ষ হয়। যেমন:- ঋষভ, বৃ
কৃষি প্রভৃতি।

খ) অ-আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক ও র এর পরবর্তী প্রত
স, ষ, হয়। যেমন:- প্রীরেনেষু, জিগীষা, চিকী
পরিষ্কার, ভবিষ্যৎ, মুমূর্ষ প্রভৃতি। কিন্তু অ-আ
পরবর্তী স-এর পরিবর্তন হয়না।

যেমন:- কল্যাণীয়াসু, শুচিস্মিতাসু, পুরস্কার, তিরস্কার, ইত্যাদি।

(গ) সাৎ-প্রত্যয়ের স, ষ, হয়না। যেমন:- ভূমি
ধূলিসাৎ, ভস্মসাৎ, প্রভৃতি।

1) কোনও প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বাণিজ্য প্রতিনিধিকে (Special Commercial Representative) সকল প্রকার সাহায্য করিবার অনুরোধ জানাইয়া তোমাদের স্থানীয় শাখা — ব্যাঙ্কের নিকট স্থানীয় শাখা ব্যাঙ্কের কর্মাধ্যক্ষের একটি প্রত্যয় পত্র রচনা করো।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া লিঃ

টেলিগ্রাম : ইউবি

৫৭ মহাত্মা গান্ধী রোড

টেলিফোন : ৩৪-৩৫৩৫

কলিকাতা : ৭

পত্র সংখ্যা : ম/১১৭)১৬ ১৮ ই মার্চ, ২০২১

কর্মাধ্যক্ষ,
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া লিঃ
চাঁদনী চক বাজার শাখা
১০৮ নেতাজী সুভাষ মার্গ
দিল্লী : ৫

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের বিশিষ্ট গ্রাহক সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান মেসার্স অ্যান্ড ম্যাকনিরস এন্টারপ্রাইজেস, তাঁহাদের বিশেষ বাণিজ্য প্রতিনিধি শ্রী কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লীতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্য উপাদানের চাহিদা সৃষ্টির ব্যাপক ব্যবস্থা করিবার জন্য সেখানে প্রেরণ করিয়াছেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আপনার মূল্যবান পরামর্শাদি তাঁহার পক্ষে খুবই

(ঙ) নির- পূর্বক সদ্ ধাতুর স, ষ, হয়। যেমন:- দুর্নিষণ্ণ।
কিন্তু দুঃসহ।

(চ) প্র, বি, দুর উপসর্গের পরবর্তী স, ষ, হয়। যেমন:-
বিষম, প্রষম, প্রস্নুত প্রভৃতি।

(ছ) ই- কারান্ত ও উ- কারান্ত উপসর্গের পরবর্তী স্থা, সিচ,
সিধ, সঞ্জ, সদ, সিব প্রভৃতি, ধাতুর স, ষ, হয়। যেমন:-
অনুষ্ঠান, অভিষেক, নিষেধ, আনুষঙ্গিক, বিষাদ,
নিষ্ঠা, প্রভৃতি।

(জ) সমাসের প্রথম পদের — ই, উ, ঋ, ও থাকলে, পরবর্তী
পদের, প্রথম স, ষ, হয়। যেমন:- যুধিষ্ঠির, সুষ্ঠি,
সুষেণ, গোষ্ঠী, হরিষেণ।

(ঝ) ত- কারাদি কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হলে কতকগুলো শ-
কারান্ত ধাতুর শ, ষ, হয়। ক্লিশ + ত = ক্লিষ্ট দৃশ + ক্ত
= দৃষ্ট অনুরূপ — জ্যেষ্ঠা বিশিষ্ট, হৃষ্ট, দুষ্ট প্রভৃতি।

(ঞ) ট ও ঠ- এর পূর্ববর্তী স, ষ, হয়। যেমন — কষ্ট, নিষ্ঠ, বিন
ওষ্ঠ, প্রভৃতি।

স্বাভাবিক - ষত্ব

আষাঢ়, আভাষ, অষ্ট, ঈষৎ, উষ্ণ, ঔষধি, কোষ, ক্লীষ
নিকষ, ঘর্ষণ, কাষায়, কষায়, ষণ্ড, পুরুষ, পৃষ্ঠ, পৌষ
অভিলাষ, দূষণ, দোষ, পাষাণ, ভূষণ, ভাষণ, ভীষণ, মু
ভাষা, ভৈষজ, বিষাণ, বর্ষ, বিশেষ, ঘর্ষণ, পাষণ্ড, মূষিক
শোষণ, শেফালি, শোষ, শেষ, ষাণ্ড, বর্ষা, ষষ্ঠ, হর্ষ,
প্রভৃতি।

কার্যকর হইবে। তাহা ছাড়া উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান আমার মাহিনার টা. ১৫০০.০০ (এক হাজার পাঁচশত টাকা) জমা দিয়া শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরে আপনার শাখায় একাউন্ট খোলাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

অনুযায়ী শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রতি কিস্তিতে টা. ৫০০.০০ (পাঁচশত টাকা মাত্র) দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি।

এই পত্র ২৫শে মার্চ, ৭১ হইতে ১০ই মে ৭১ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তাঁহাকে প্রদত্ত চেকের নম্বর এন ১০৩৫৫১ - এন ১০৩৫৭০।

নিম্নে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরের নমুনা প্রদত্ত হইল।

নমস্কারান্তে। ইতি

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্বাক্ষরের নমুনা
(শ্রী কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়)

নিবেদক
শ্রী শ্রীমন্ত সেনগুপ্ত
কর্মাধ্যক্ষ
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
শাখা

১) কোন ও প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বাণিজ্যিক প্রতিনিধিকে (Special) commercial Represientative সকল প্রকার সাহায্য করিবার অনুরোধ জানাইয়া তোমাদের দুর্গাপুর শাখা — ব্যাঙ্কের নিকট স্থানীয় শাখা ব্যাঙ্কের কর্মাধ্যক্ষরূপে একটি প্রত্যয় পত্র রচনা করো।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া লিঃ

টেলিগ্রাম : ইউবি

৫৭ মহাত্মা

টেলিফোন : ৩৪-৩৫১৫ গান্ধী রোড

কলিকাতা : ৭

পত্রসংখ্যা : গ/১১৭)১৬ . ১৮ ই মার্চ, ২০১৪

কর্মাধ্যক্ষ,

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া লিঃ

চাঁদনি চক বাজার শাখা

১০৮ নেতাজী সুভাষ মার্গ

দিল্লী : ৫

প্রিয়বরেষু নিবেদন,

আমাদের বিশিষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান 'মেসার্স ম্যাকনীরও এন্টারপ্রাইজেস', তাঁহাদের বিশেষ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লীতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন নরম পানীয়ের চাহিদা বৃদ্ধির ব্যাপক ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রেরণ করিতেছেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আপনার মূল্যবান পরামর্শাদি তাহার পক্ষে খুবই

② তোমার প্রতিষ্ঠানে কোন কর্মপ্রার্থী তাঁহার আবেদন পত্রে তাঁহার সম্পর্কে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য এক ব্যবসায়- প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানে একখানি পত্র লিখ।

উত্তর .

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড:
টেলিগ্রাম: 'লক্ষ্মী', (আকর্ষণীয় সূক্ষ্ম বস্ত্র - উৎপাদক)
টেলিফোন: 22 - ৭৮৩৫

৭, জওহরলাল
নেহেরু রোড
কলিকাতা: ১.
১৫ মার্চ 2019

পত্রসংখ্যা: ৮/১০৩/১৯.

বিহার ক্যাম্পার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমি:
22 স্ট্র্যান্ড রোড
কলিকাতা: ১.

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রতিষ্ঠানে হিসাব-রক্ষকের কর্মপ্রার্থী শ্রী প্রদীপ কুমার সান্যাল তাঁহার আবেদন পত্রে আবেদন-যুক্ত হিসাবে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তদনুযায়ী তাঁহার সম্পর্কে নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সম্বন্ধে আমাদের জানাইয়া বাধিত করিবেন:

এক: শ্রী সান্যালের সহিত আপনাদের পরিচয় কতদিনের?

কার্যকর হইবে। তাহা ছাড়া উইলকারী ধৃত প্রতিষ্ঠান আমায় আদায় টা. ১৫০০.০০ (এক হাজার পাঁচশত টাকা) জমা দিয়া শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর আপনার শাখায় প্রত্যয় পত্র দিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

তদনুযায়ী শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রতি কিস্তিতে টা. ৫০০.০০ (পাঁচশত টাকা মাত্র) দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি।

এই পত্র ২৫শে মার্চ, ৭১ হইতে ১০ই মে ৭১ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তাঁহাকে প্রদত্ত চেকের নম্বর জন ১০৩৫৫১ - জন ১০৩৫৭০।

নিম্নে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরের নমুনা প্রদত্ত হইল।

নমস্কারান্তে। ইতি

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্বাক্ষরের নমুনা
(শ্রী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়)

নিবেদক
শ্রী শ্রীমন্ত সেনগুপ্ত
কর্মাধ্যক্ষ
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
শাখা

দুই: তাঁহার কর্ম-দক্ষতা, সততা ও চরিত্র সম্পর্কে আপনারা কিরূপ অভিমত পোষণ করেন।

তিন: তাঁহার নিরপেক্ষতা কি নির্ভরযোগ্য?

চার: পূর্বে তিনি কাহাকে কিরূপ শাস্তি দিতে পারিতেন?

পাঁচ:- তিনি কি কোনদিন আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন? যদি হইয়া থাকেন তাহাতে আদালতের রায় কি ছিল?

আপনাদের সহিত আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত না হইলেও ব্যবসায়-জগতে আমরা পরস্পরের সহিত অপরিচিত নহি। ভবিষ্যতে অনুরূপ ভাবে আপনাদের উপকারে আসিবার সুযোগ পাইলে নিজেদের কৃতার্থ হইব।

শ্রী ঘোষাল সম্পর্কে আপনারা যে সকল তথ্যাদি সরবরাহ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে সংগুপ্ত রাখা হইবে;— এ প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক

গৌতম ভট্টাচার্য

[বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস লিঃ এর পক্ষে]

(16) উগ্র :— সৌম্য।

(17) অন্তরঙ্গ — বহিরঙ্গ

(18) অগ্রজ -- অনুজ

(19) আদান — প্রদান

(20) অর্বাচীন — প্রাচীন

(21) অলীক — সত্য

22) আকাশ — পাতাল

23) আকুঞ্চন — প্রসারণ

24) কৃত্রিম — স্বাভাবিক

25) ঋজু — বক্র

26) গৌণ — মুখ্য

বাংলা বানান বিধি

① রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব থাকবে না। যথা— কর্ম, কর্তা, কর্তৃক, ধর্ম, সূর্য, বার্তা, কার্য, পর্দা, পূর্ণ, প্রভৃতি।

② সন্ধি নিষ্পন্ন পদে ঙ-এর পরিবর্তে অনুস্বার হইবে। যথা:— শুভংকর, অহংকার, সংগত, সংঘাত, অলংকার, ক্রমসংখ্যা, অহংকার প্রভৃতি।

③ অতৎসম দেশী ও বিদেশী শব্দের বানান:—

ক) রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জন করিতে হইবে। যথা— কার্ড, পর্দা, সার্জন, সর্দার, প্রভৃতি।

খ) শব্দের শেষে হস্-চিহ্ন দিবার প্রয়োজন নাই, তবে ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে দেওয়া উচিত। কাজ, পকেট, ডাক্তার, কংগ্রেস, বিরোধ ইত্যাদি রীতিতে শব্দের হস্, চিহ্ন দেওয়ার দরকার নাই। আবার— আহ্, উহ্, ধপাস্ বহু, ইত্যাদিতে, হস্ চিহ্ন দেওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রয়োজন হইলে হস্ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন:— কর্, ধর্।

গ) সকল অতৎসম শব্দে ই, ঈ, উ, ঊ বাংলায় ব্যবহার কখনও ই উ-রূপ প্রযুক্ত হয়। যথা— পাখী > পাখি; বাড়ী > বাড়ি, জামি > জমি প্রভৃতি।

বিপরীতার্থক শব্দ

(৪) [কাটা শব্দ]

যে শব্দ অন্য শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে ঐ শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ বলে। বিপরীতার্থক শব্দ পাঁচ প্রকারে গঠিত হইতে পারে, যথা — (১) সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দদ্বারা (২) নঞ্‌ অব্যয়-যোগ-প্রকাশ দ্বারা (অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ পূর্বে থাকলে অ যোগ করিয়া এবং স্বরবর্ণ পূর্বে থাকলে অন্ যোগ করিয়া) (৩) বিশেষণাত্মক প্রত্যয়যোগে। (৪) উপসর্গযোগে (৫) এক উপসর্গের পরিবর্তে তাহার বিপরীতার্থক উপসর্গের যোগে।

(১) সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দদ্বারা

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
(1) অগ্র	পশ্চাৎ
(2) অগ্রজ	অনুজ
(3) অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি
(4) অধিক	অল্প
(5) অন্তর্মুখী	বহির্মুখী
(6) অন্তঃ	বহিঃ
(7) অন্তর	বাহির
(8) আবির্ভাব	তিরোভাব
(9) আবির্ভূত	তিরোহিত
(10) [illegible]	[illegible]
(11) আলোক	[illegible]
(12) ইতর	ভদ্র।
(13) ইহলোক	পরলোক
(14) ইহকাল	পরকাল
(15) ঈশ্বর	অসুর।

কতকগুলো শব্দের ঈ, ঈ এবং ঊ কোন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়না, যথা — নীড়, মিহি, কীট, দা, আমাদির প্রভৃতি।

) স্ত্রীলিঙ্গ, জাতি, ব্যক্তি, ভাষা, এবং বিশেষণবাচক শব্দে সর্বত্র ঈ হইবে। যথা — গোয়ালিনী, ধীবরী, হরিণী, কাশ্মীরি, করীন, বিলাতি, ফার্সী, ইংরেজী, জাপানী, প্রভৃতি। কতক শব্দে কিন্তু ই — কার হবে। যথা — বীর, মিহি, কীট, দা, আমাদির প্রভৃতি,

বাংলা বানানকে উচ্চারণসম্মত করিবার জন্য, ক্রিয়াপদে, ও কার এবং ঊর্ধ্ব কমা ব্যবহার ক্ষেত্রে বর্জন করাই উচিত। যে সকল ক্ষেত্রে অর্থ গ্রহণে অস্পষ্টতার সৃষ্টি হইতে পারে শুধু সেই সকল ক্ষেত্রেই এগুলির প্রয়োগ বিধেয়, যথা — ক'রে অথবা 'কোরে' না লিখিয়া 'করে' লিখিলে অভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে তেমন অস্পষ্টতার সম্ভাবনা থাকে না। যেমন:— অনুরূপ অর্থে প'ড়ো। তবে খাওয়া, কালো, ভালো, আলো, প্রভৃতির প্রয়োগ প্রচুর।

আধুনিক বাংলা ভাষায় 'ঙ' এবং 'ং' — এর মধ্যে অনুস্বারের প্রয়োগই অধিক। এই সকল ক্ষেত্রে যেখানে হসন্ত আছে সেখানে ঙ, বা অনুস্বার ব্যবহার করাই উচিত। যেমন:— বাঙলা, বাংলা, রঙ, রং, ঢঙ, প্রভৃতি।

বাংলা বানানে ণ, ন — এর প্রয়োগরীতির জন্য ণ — ত্ব বিধান দ্রষ্টব্য।

বাংলা বানানে শ, ষ, স — এর ব্যবহার জানিবার জন্য ষ — ত্ব বিধান দ্রষ্টব্য।

যেখানে উচ্চারণ শব্দগুলির বানানে 'য' — এর পরিবর্তে 'জ' — এর ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। যথা — জাতি, জুঁই, জুত, জো, জোয়াল, জোড়ে, প্রভৃতি,

অধিকন্তু চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদে 'করান', 'পাঠান' এবং করানো, পাঠানো, উভয় রূপই, চলিতে পারে। চলিত ভাষার ক্রিয়াপদে ঊর্ধ্ব কমার, বিলুপ্ত চলিতে রে এবং আশীর্বাদের পরিবর্তে শুধু বা লোপ, লিখিলে হইবে না।

(16) উগ্র :— সৌম্য।

(17) অন্তরঙ্গ — বহিরঙ্গ

(18) আসক্ত — অনাসক্ত

(19) অর্পণ — গ্রহণ

(20) অর্বাচীন — প্রাচীন

(21) অলীক — সত্য

(22) আকাশ — পাতাল

(23) আকুঞ্চন — প্রসারণ

(24) কৃত্রিম — স্বাভাবিক

(25) কৃষ্ণ — শুক্ল

(26) ক্রন্দন — হাস্য

(27)

বাংলা বানান বিধি

① রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব থাকিবে না। যথা— কর্ম, কর্তা, কর্তৃক, ধর্ম, সূর্য, বার্তা, কর্দম, দার্ঢ্য, পূর্ব, প্রভৃতি।

(খ) সন্ধি নিষ্পন্ন পদে ঙ-এর পরিবর্তে অনুস্বার হইবে। যথা:- শুভংকর, অহংকার, সংগ্রাম, সংখ্যা, অসংখ্যা, হৃদয়ংগম, অহংকার প্রভৃতি।

② তদ্ভব দেশী ও বিদেশী শব্দের বানান:-

(ক) রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জন করিতে হইবে। যথা— কার্ড, পার্ট, জার্মান, সর্দার, প্রভৃতি।

(খ) শব্দের শেষে হস্-চিহ্ন দিবার প্রয়োজন নাই, তবে ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে দেওয়া উচিত। কাজ, পকেট, ওস্তাদ, কংগ্রেস, কারেন্ট ইত্যাদি পরিচিত শব্দের হস্, চিহ্ন দেওয়ার দরকার নাই। আবার— আহ্, উহ্, জেমস্ বন্ড, ইত্যাদিতে, হস্ চিহ্ন দেওয়া প্রয়োজন। অর্থভেদে প্রয়োজন হইলে হস্ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন:- কাট্, কাট।

(গ) সকল অতৎসম শব্দের ঈ, ঊ, ঋ, ঐ বাংলায় কখন ও কখনও ই এবং উ ব্যবহৃত হয়। যথা— পাখী > পাখি; বাড়ী > বাড়ি, [illegible] প্রভৃতি।

সমবায় বিপণি স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে অঞ্চলের শিবপুরের জনসাধারণের প্রতি আবেদন

পো: শিবপুর
জেলা: হাওড়া
তারিখ :- ______

আপনারা অবগত আছেন যে, গতকয়েক মাস ধরিয়া শিবপুরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে সকল শ্রেণীর নাগরিকই বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য অত্যাবশ্যকের সমবায় বিপণি স্থাপিত হইয়াছে।

সমবায় বিপণির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনারা সকলেই অবহিত আছেন। তবু উল্লেখ করা যাইতেছে যে, ন্যায্যমূল্যে ক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ করাই এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য। বর্তমানে সরকার সমবায় আন্দোলনে উৎসাহ দিবার জন্য সমবায় বিপণিগুলিকে নানা প্রকার সাহায্য করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে সরকার সহজ শর্তে টাকা ধার ও দিয়া থাকেন এবং দুষ্প্রাপ্য অংশীদারদের ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করেন। এই উদ্দেশ্যে সরকারে সহজ শর্তে টাকা ধার ও দিয়া থাকেন এবং দুষ্প্রাপ্য অংশীদারদের ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করেন।

এই পরিস্থিতিতে আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, শিবপুরে একটি সমবায় বিপণি স্থাপন করা হউক এবং এই উদ্দেশ্যে আগামী ----- তারিখে শিবপুরের পাবলিক লাইব্রেরী হলে একটি সভা আহ্বান করা হইতেছে।

নিবেদক
শ্রী [illegible]
মো: [illegible] উদ্দিন মজুমদার

(14) তাছাড়া এমন কতকগুলো শব্দের তালিকা দেওয়া আছে, যেগুলোতে 'ণ' কোন অবস্থাতেই পরিবর্তিত হয়না। তাই এগুলো স্বাভাবিক ণ - ত্ব। যথা —

মণ, চাণক্য, কণা, কল্যাণ, অণু, আপণ, চিক্কণ, শাণ, কঙ্কণ, কোণ, নিকণ, কফোণি, নিক্কণ, ফাণকা, গৌণ, গণ, গুণ, ঘুণ, তূণ, পণ, পণ্য, পাষাণ, ফণি, ফণা, কণী, বিপণি, বেণীম, বীণা, বেণু, বাণী, বাণ, মণি, মাণিক্য, নিক্বণ, বাণিজ্য, লাবণ, শোণিত, শাণ, শোণ, শাণ, স্থাণু, নিপুণ, লাবণ্য, প্রভৃতি।

(15) বাংলা শব্দভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের বানানে ণ - ত্ব বিধানের কোন নির্দিষ্ট নিয়মাবলী আবশ্যিকভাবে প্রয়োগ করা হয়না। যেমন:- ইরান, কোরান, সোনা, কেরানী, রানী, ট্রেন, বানান, কান, প্রভৃতি।

Date:- 21/10/2019.

ষত্ব বিধান

ক) ঋ-কারের পর সর্বত্র ষ হয়। যেমন:- ঋষভ, বৃষ, কৃষি প্রভৃতি।

খ) অ - আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক ও র এর পরবর্তী প্রত্যয়ের স, ষ হয়। যেমন:- ভবিষ্যতেষু, জিগীষা, চিকীর্ষা, পরিষ্কার, ভবিষ্যৎ, মুমূর্ষা প্রভৃতি। কিন্তু অ - আ পরবর্তী স - এর পরিবর্তন হয়না।

যেমন:- আকাশীয়াসু, ধৃতিরাষ্ট্র, পুরস্কার, তিরস্কার, ইত্যাদি।

গ) সাৎ - প্রত্যয়ের স, ষ হয়না। যেমন:- ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ, ভস্মসাৎ, প্রভৃতি।

সমবায় বিপণী গঠন করিবার উদ্দেশ্যে প্রচারপত্র
শিলচরের জনসাধারণের প্রতি আবেদন

পো: শিলচর
জিলা: কাছাড়
তারিখ:- ____

[আ]পনারা অবগত আছেন যে, গত কয়েক মাস ধরিয়া শিলচরে [নি]ত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। [ই]হাতে সকল শ্রেণীর নাগরিকই বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন [হ]ইয়াছেন। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য অন্যান্য শহরে সমবায় [বি]পণী স্থাপিত হইয়াছে।

সমবায় বিপণীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনারা [স]কলেই অবহিত আছেন। তবু উল্লেখ করা যাইতেছে যে, লাভজনক [ব্য]বসা না করিয়া ক্রেতাকে পণ্য সরবরাহ করাই এই প্রতিষ্ঠানের এক[মা]ত্র লক্ষ্য। বর্তমানে সরকার সমবায় প্রথাকে উৎসাহ দিবার জন্য [স]মবায় বিপণীগুলিকে নানা প্রকার সাহায্য করিয়া থাকেন। এই [উ]দ্দেশ্যে সরকার সহজ শর্তে টাকা ধার দিয়া থাকেন এবং দুষ্প্রাপ্য [জি]নিসপত্র ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করেন। এই [উ]দ্দেশ্যে সরকারে সহজ শর্তে টাকা ধার দিয়া থাকেন এবং দুষ্প্রাপ্য [জি]নিসপত্র ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করেন।

এই পরিস্থিতিতে প্রস্তাব করিতেছি যে, শিলচরে [এক]টি সমবায় বিপণী স্থাপন করা হউক এবং এই উদ্দেশ্যে আগামী ---- তারিখে শিলচরের [illegible] হলে একটি সভা [আহ্]বান করা হইতেছে।

নিবেদক
শ্রী জনার্দন শর্মা
সো: [illegible]